Political Science (Hons). 2nd Semester
CC.3. Politics in India (Unit-3)

ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকা আলোচনা কর।

মানব সভ্যতার আদিকাল থেকে ধর্ম ও রাজনীতি সমাজজীবনকে পরিচালিত করেছে, নিয়ন্ত্রণ ও বিকশিত করেছে। ধর্ম বলতে মূল্যবোধগুলোকে বোঝায় – যা আমাদের ধারণ করে তাই হল ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন– অনন্ত বিশ্বের অনন্ত সম্পর্ক নিয়ে যে অনন্ত আলোচনা তাই হল ধর্ম। ধর্ম মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ সাধন করে। ধর্মের পরিধি রাজনীতির চেয়ে অনেক ব্যাপক। অতি প্রাচীনকাল থেকে ধর্ম ও রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

ধর্ম অনেকক্ষেত্রে রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধিনিষেধকে প্রভাবিত করেছে। আবার রাজনীতি ও রাষ্ট্রশক্তি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন প্রাচীনকাল থেকে ধর্মগুরু ও পুরোহিতগণ রাজশক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। পরে ক্ষত্রিয় শক্তির উত্থান হয়। তারপর রাজশক্তির উপর বৈশ্যদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্বামীজি বলেন– জগতের সব ধর্মই এক অনন্ত সর্বজনীন ধর্মের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। এই বিভিন্ন ধর্মমত-গুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান আমাদের মূলমন্ত্র। স্বামীজি রাজনীতিকে উচ্চস্থান দেননি। সবক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ পছন্দ করেননি। তিনি জানতেন রাজনীতি সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে। তিনি মানবসমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য উন্মুখ ছিলেন।

ভারতে বহুদিন ধরে বহুধর্মের মানুষ বসবাস করছে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ মিলেমিশে ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে অংশ নিয়েছে। মোগল আমলের শেষদিকে মুসলমান শাসকদের অত্যাচারের জন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধে ইন্ধন জুগিয়েছিল, তারই বিভেদের ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক-

বহুত্ব। ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হল, অসংখ্য মানুষের কান্নায়, উদ্বাস্তুদের দীর্ঘশ্বাসে ভারতের স্বাধীনতার আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের উদারবাদী নেতারা সেদিন অনুভব করেছিলেন বিভক্ত দেশের জনগণকে একত্রিত করতে হলে চাই ধর্মনিরপেক্ষ ভারত। তাই ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমে সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটির উল্লেখ ছিল না। পরবর্তীতে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা ১৯৭৬ সালে প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি সংযুক্ত হয়েছে। যদিও সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা। সব ধর্মের প্রতি সমমানসিকতা পোষণ করা। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ থেকে ১৬, ১৯ এবং ২৫ থেকে ২৮ এবং ৪৪ নং ধারাতে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচিত তথ্য বলা হয়েছে। অনেকে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা পাশ্চাত্য দেশের উদারনীতিবাদ থেকে উদ্ভূত। কিন্তু ভারতে প্রাচীনকাল থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল, ধর্মীয় সহনশীলতা ছিল। ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল বলেই ভারতের ধর্মীয় উন্নতি সম্ভব হয়েছে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেছেন — ধর্মনিরপেক্ষতা সেই বৃহত্তর আদর্শের অংশ যা বহুমতের সহাবস্থান স্বীকার করে। ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা গতিশীল। এই ধারণা অপরিবর্তিত ধারণা নয়। রাষ্ট্র সরকার, আদালত ও জনস্বার্থে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কিন্তু বিগত ৭০ বছরে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই আদর্শ আজ বহু সংকটের সম্মুখীন। ধর্ম অনেক ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এই সংকটের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, —

॥এক॥ ভারতের রাজনৈতিক নেতারা স্বাধীনতার পর ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

॥দুই॥ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বোঝানোর প্রচেষ্টা করেননি।

॥তিন॥ ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক গোষ্ঠী ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেননি।

॥চার॥ ভারতের উদারনৈতিক গণতন্ত্র ~~[illegible]~~ আজ বহু বিকৃতি ও বিচ্যুতির ভারে জরাজীর্ণ। রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে গড়ে তুলতে পারেনি।

॥পাঁচ॥ ভারতে জনগণের চরম দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার -দরিদ্র জনগণের সামাজিক লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিকূল পরিবেশ লালিত করেছে।

॥ছয়॥ সাম্প্রদায়িকতা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা, শিখ সাম্প্রদায়িকতা গভীর সমস্যার উৎপত্তি করেছে। স্বাধীনতার পর ভারতে বারবার সাম্প্রদায়িক হিংসা ঘটেছে।

॥সাত॥ ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী কৌশল ও প্রচার ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত কে দুর্বল করেছে। সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায় যে সব দলই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে নির্বাচনী সমর্থন লাভের চেষ্টা করে, ফলে সাম্প্রদায়িকতা ভারতের সমাজ জীবনে এক বিরাট অভিশাপ।

ভারতের সাম্প্রদায়িক হিংসাগুলি রাজনীতিবিদদের মদতপুষ্ট। রাজনৈতিক কারণের সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণও সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও সংঘর্ষে ইন্ধন দিয়েছে। উত্তরপশ্চিম ভারতে বারবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। যেসব শহরে একাধিক বার সাম্প্রদায়িক হিংসা ঘটেছে, সেসব শহরে পুনরায় সাম্প্রদায়িক হিংসার সম্ভাবনা বেশি আছে। অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক অশান্তি ধর্মীয় উৎসব কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল।

মূল্যায়ন : পরিশেষে বলা যায় ভারতে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও ধর্মের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে আসছেন। ফলে ধর্মীয় সহনশীলতা ভারতে বর্তমান। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক সংগঠন নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্য রাজনৈতিক হিংসাকে ইন্ধন জুগিয়েছে। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা একটি ইতিবাচক ধারণা। কিন্তু বোধ ও চেতনার অভাবে মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে বিকৃত করেছেন। সুতরাং ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা এবং ধর্ম ভারতীয় রাজনীতিতে কোনো ইতিবাচক, গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ভারতীয় সমাজে ধর্ম বিভাজনের পথ ~~প্রশস্ত~~ করে রচনা করে ঐক্যবদ্ধ ভারত নির্মাণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।